প্রথম আলো

তারিখ 17 MAR 2013
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

শিক্ষিকাকে আটকে পদত্যাগপত্রে সই নিতে আ.লীগ নেতার চাপ

এলাকাবাসীর মহাসড়ক অবরোধ

লালমনিরহাট প্রতিনিধি ●

লালমনিরহাট জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও সদর উপজেলার গোকুণ্ডা ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে স্থানীয় একটি উচ্চবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকাকে কক্ষে আটকে তাঁকে পদত্যাগপত্রে সই করতে চাপ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

ওই ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল শনিবার বেলা একটা থেকে তিনটা পর্যন্ত এলাকাবাসী লালমনিরহাট-রংপুর-কুড়িগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম মোস্তফা গতকাল সকালে তিস্তা বাণিজ্য উচ্চবিদ্যালয়ে যান। এ সময় তিনি ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা রাশেদা বেগমকে পদত্যাগ করতে বলেন। এতে সম্মত না হলে তাঁকে প্রধান শিক্ষকের কক্ষে আটকে পদত্যাগপত্রে সই করতে চাপ দেন। এই খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকাবাসী লাঠিসোঁটা নিয়ে বিক্ষোভ মোস্তফার হাট এলাকায় ওই মহাসড়ক অবরোধ করেন। পরে জেলা পরিষদের প্রশাসক মতিয়ার রহমান ও পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেন এলাকাবাসী।

রাশেদা বেগম বলেন, চেয়ারম্যান ও তাঁর লোকজন তাঁকে জিম্মি করে পদত্যাগ করতে বলেন। একপর্যায়ে নানা কাগজে সই নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এতে ব্যর্থ হলে তাঁকে গালিগালাজ করা হয়। পরে পুলিশ এসে তাঁকে উদ্ধার করে।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে গোলাম মোস্তফা বলেন, ইউপি চেয়ারম্যান ও বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হিসেবে আমি বিদ্যালয়ের সার্বিক খোঁজখবর নিতে গিয়েছিলাম মাত্র।

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এস এম মোসলেমউদ্দিন বলেন, রাশেদা বেগমকে গত বছরের আগস্টে বিধিমোতাবেক ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তা অনুমোদন করে। কিন্তু স্থানীয় প্রভাবশালী মহল তাঁর কাছ থেকে পদত্যাগপত্র আদায়ের চেষ্টা চালায়।

জেলা প্রশাসক মো. হাবিবুর রহমান বলেন, সোমবার উভয় পক্ষের কথা শুনে ও কাগজপত্র পরীক্ষা করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।